টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

সুতী টে...
শ্রেষ্ঠ সম্ভার।
মুন্দ্রা বস্ত্রাল...
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

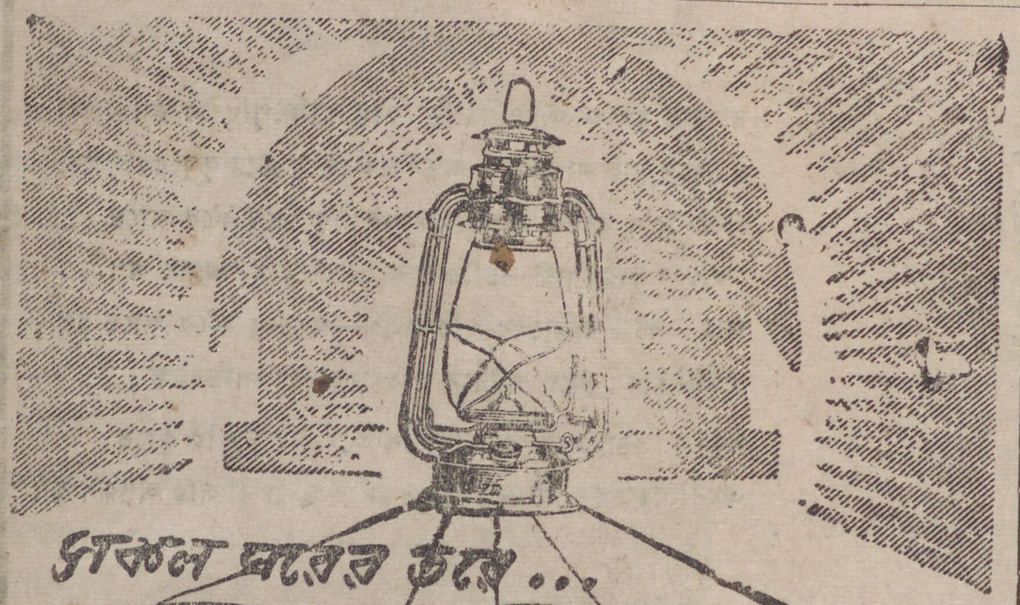

৫৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে চৈত্র বুধবার, ১৩৭৭ ইং 7th April. 1971 { ৪৫শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পাঠান বেইমানদের আত্মসমর্পণ

গত ৩১শে মার্চ্চ মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার পাইকোরা গ্রামের অঞ্চল প্রধানের বাড়ীতে জয় বাঙ্গলার সংগ্রামী মানুষ নিধনকারী জঙ্গীবর্ব্বর ইয়াহিয়ার তিন জন পাঠান দস্যু প্রাণভয়ে অনন্যোপায় হোয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সংবাদ পেয়ে খান্দুয়া সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ওদের গ্রেপ্তার করে এবং রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ কোরতে বাধ্য করে। পাঠান দস্যুদের নিকট থেকে দুটো ব্রেনগান এবং একটি রাইফেল (চীনা) পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ ছিনিয়ে নেয়।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

ছুবি, ছুবি ব্যাটা দেখনা চোখেতে
হাতে আছে মোর সাজি।
ঠাকুর পূজোর ফুল আছে এতে
ছোঁয়া যাবে বেটা পাজি!
—দাদাঠাকুর

...কায় ॥

॥ অপরূপ ॥ ॥ অবিস্মরণীয় ॥ ॥ প্রেরণা ॥

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি ॥
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি ॥
ধেনুচরা তোমার মাঠে পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখিডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥
ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধুলো সে-যে আমার মাথার মানিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি ॥

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখী—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

—জীবনানন্দ দাশ

ওরা আর আমরা

—বরুণ রায়

৩১শে মার্চ্চ। পশ্চিম বাংলার বালুরঘাট শহরে রাতের ঘন অন্ধকার ধুয়ে মুছে ভোরের আকাশকে পরিষ্কার করে তোলার আয়োজন চল্‌ছে। হরতালের দিন। রাস্তাঘাট সব জনহীন, দোকানপাট বন্ধ। আমাদের দু'খানি জীপ্ ধীরে ধীরে শহর ছাড়িয়ে হিলির পথ ধরল। জীপে বোঝাই ওষুধ, ব্যাণ্ডেজ, তুলো, পেট্রল—আর কিছু নিষিদ্ধ বস্তু। আমরা আটজন।

আমাদের জীপ্ ধুলো উড়িয়ে কখন এপার বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ওপার বাংলার পুণ্যভূমিতে এসে ঢুকেছে তা জান্‌তে পারিনি। একটি গ্রামের এক স্কুল বাড়ীতে এসে আমাদের জীপ দাঁড়াল। ভিতর থেকে দরজা ঠেলে বের হয়ে এলেন তিনজন যুবক। এঁরা জান্‌তেন, আমরা আস্‌ছি। পথে কোথাও কোন চেক্‌পোষ্ট নাই, কোন যাত্রী নাই, কৃত্রিম সীমানার সমস্ত বেড়া কখন অলক্ষ্যে ভেঙে পড়েছে, এপার বাংলা ওপার বাংলা সব একাকার হয়ে গেছে।

দরজা ঠেলে এগিয়ে এলেন আনোয়ার হোসেন, রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। হাসিমুখে অভিবাদন জানালেন—"জয় বাংলা।" এপার বাংলার আটটি কণ্ঠের সম্মিলিত প্রত্যভিবাদন—"জয় বাংলা।" আমাদের দলে একজন গায়ক ছিলেন। তিনি তখন মনের আবেগে গান ধরেছেন

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥"

আশেপাশের কুঁড়েঘর থেকে দু'জন একজন করে মানুষ বের হয়ে এসে কখন আমাদের গোল করে ঘিরে ধরল। দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে গলা মিলাল—

"বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

একটি মেয়ে কয়েকটি বাটি এনে হাজির করল। মুড়ি আর গুড়। অনেক অনেক দিন পর সেদিন জীবনের সবচেয়ে আগ্রহভরা হাতে তুলে দেওয়া মূল্যবান খাবার প্রাণভরে গোগ্রাসে আমরা খেলাম। ইয়াহিয়ার পশুশক্তির বিরুদ্ধে বাংলার জাগ্রত জনতা আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই লড়াইয়ে-সামিল-হওয়া এক গরীব চাষী মায়ের রক্তমাখা হাত আমাদের বাটির ঐ মুড়ি মেখে দিয়েছে। সন্তানের বুলেটবিদ্ধ বুকের তাজা রক্ত হাতে মেখে কয়েকদিন আগে চাষী মা শপথ নিয়েছে—খুনী দস্যুদলের হাত থেকে বাংলা দেশকে বাঁচাব, বাঁচাব, বাঁচাব।

দিনাজপুর জেলা সংগ্রাম পরিষদের হেড্-কোয়ার্টার্সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুজন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক আমাদের গাড়ীতে উঠে এলেন। ধুলো উড়িয়ে গাড়ী আবার ছুট্‌ল। গ্রামের পথ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছি। এখানে ওখানে যুবকদের জট্‌লা—হাতে লাঠি, রামদা, সড়কি। আমাদের জীপ্‌কে কেউ আটকাচ্ছে না, কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করছে না। শুধু মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাচ্ছি, বহুকণ্ঠের মিলিত হুঙ্কার—"জয় বাংলা।"

গাড়ী এগিয়ে চলেছে মাঠের পথ ধরে। সকালের সোনামাখা রোদ এখন আগুনের নিঃশ্বাস ছাড়ছে। দিনের বয়স বেশ কয়েক ঘণ্টা হয়েছে। হঠাৎ চারিপাশের শান্ত নীরবতা ভেঙে ভেসে এল ধাতব আওয়াজ—"টাট্, টাট্, টাট্, টাট্……।" পাইলটের মুখের হাসি তেমনি অম্লান, মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল—'দিনাজপুর শহরে নিজেদের ঘেরাও হওয়া বিবর থেকে ইয়াহিয়ার মিলিটারি মেশিনগান দাগ্‌ছে।' গাড়ী ছুটে চল্‌ল।

—ক্রোড়পত্রে দেখুন

এ, বি, টি-এ কর্ম্মী নিহত

গত ৬-৪-৭১ তারিখ সন্ধ্যায় এ, বি, টি, এ-র বিশিষ্ট কর্মী সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য তাঁর সৈদাবাদস্থ বাড়ীর কাছাকাছি আততায়ীদের হাতে প্রাণ দেন। তাঁকে পর পর ছুরিকাঘাত করা হয় এবং তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান বলে প্রকাশ। সন্তোষবাবু একজন বিশিষ্ট সি, পি, এম কর্মী এবং প্রাক্তন এম, এল, সি ছিলেন। দুষ্কৃতকারীদের ধরা হইয়াছে কিনা, এখনও জানা যায় নি।

সরকারী চাকুরী

লবণচোয়া রজনী সংঘ লাইব্রেরীর জন্য (১) একজন লাইব্রেরীয়ান (স্থায়ী) ও (২) একজন পিওন পদে (স্থায়ী) ভারতীয় পুরুষ নাগরিকের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

যোগ্যতা :—(১) স্কুল ফাঃ বা সমতুল (১১৫-৩-১৭২-৪-১৮০) (২) ইং পড়া ও লিখা জানা চাই (৬০২-৬৫-১৭৫) তৎসহ প্রচলিত ভাতা (উভয় পদে)

দরখাস্ত :— ১৫-৪-৭১ মধ্যে সম্পাদক, লবণচোয়া রজনী সংঘ, পোঃ লবণচোয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ এর নিকট পৌছানো আবশ্যক।

ওপার বাংলার দুর্গত জনগণের সাহায্যার্থে জনসভা

গত ৪ঠা এপ্রিল জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে স্থানীয় পূর্ব্বতন ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে ওপার বাংলার মানুষের সাহায্যার্থে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার। সভায় বিভিন্ন দলের নেতারা বক্তৃতা দেন। সভায় আশানুরূপ জনসমাগম না হওয়ার জন্য ওপার বাংলার অসহায় মানুষদের কি প্রকার সাহায্য করা যেতে পারে তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। জানা গেল আবার একদিন একটা ঘরোয়া সভা ডেকে সাহায্য সংগ্রহের জন্য একটা কমিটি নিয়োগ করা হবে। তারপর সাহায্য কার্য্য শুরু হবে।

কিন্তু একটা কথা আমাদের বারবার মনে পড়ছে যখন ওপার বাংলার সাড়ে সাত কোটী মানুষ তাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য দ্বিধাহীনভাবে নিঃশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছেন। এই সংকটজনক মুহূর্ত্তে অর্থ বা অন্য যে কোন প্রকার সাহায্য নিয়ে গড়িমসি করা নিতান্ত অশোভন। জঙ্গীশাসকের বর্ব্বরোচিত আক্রমণে মানুষ আজ পশুর মত বধ হচ্ছে। তবুও তারা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নয়। প্রাণ যাক, রক্তে রাঙা হয়ে যাক পূর্ব্ব বাংলার মাটি তবুও তারা জঙ্গীবাহিনীর ভাড়াটে সৈন্যদের সঙ্গে মরণজয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাবেই। তাদের কণ্ঠে রণধ্বনি—

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওপার বাংলার দুর্গত জনগণের সাহায্যার্থে জনসভা

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

'জয় বাংলা'। ওপার বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের লক্ষ স্বাধীন বাংলা। ওপার বাংলার সাড়ে সাত কোটী মানুষ আজ 'স্বজন হারানো শ্মশানে' পশ্চিমী বেইমানদের কবর রচনা করতে দৃঢ় সংকল্প।

তাই আজ জঙ্গিপুরের মানুষের নিকট আবেদন করছি—তাঁরা যেন স্থানীয় পাটোয়ারী রাজনীতিজ্ঞদের তিলমাত্র কালক্ষেপ না করে ওপার বাংলার সংগ্রামী মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বাধ্য করেন।

স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী মানুষের সমর্থনে হরতাল ও অনশন

ওপার বাংলার মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এপার বাংলায় সকল স্থানের মত জঙ্গিপুর মহকুমায়ও গত ৩১শে মার্চ্চ স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে হরতাল পালন করা হয়। পূর্ব্বে যে সব হরতাল আমরা দেখেছি এ ছিল তার থেকে স্বতন্ত্র। সরকারী অফিস, দোকান, বাজার, যানবাহন, সিনেমা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল। এখানে হরতাল চলাকালীন কোথাও কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ হয় নি। অনেক স্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মিছিল নিয়ে পথ পরিক্রমা করেন। তাঁরা শ্লোগান দেন—'ইয়াহিয়া সরকার নিপাত যাক,' 'শেখ মুজিবর জিন্দাবাদ,' 'বাংলা দেশের স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে' ইত্যাদি।

জঙ্গিপুর শাখার ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেসের ১১ জন কর্মী ওপার বাংলার মানুষের সমর্থনে গত ৩০-৩-৭১ তারিখ বিকেল ৫ ঘটিকা হতে ৩১-৩-৭১ তারিখ বিকেল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত অনশন পালন করেন ও ঐদিন বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে রবীন্দ্রকুমার পণ্ডিত ও চিত্তরঞ্জন মুখার্জীর নেতৃত্বে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর মহাশয় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস মহাশয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা দলমত নির্ব্বিশেষে একত্রিত হয়ে ওপার বাংলার মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে জনগণকে আহ্বান জানান।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

'আগে মশাই, রেডিও পাকিস্তান ঢাকা হতে বেতার অনুষ্ঠান কত জোরে শুনতাম। এখন তেমন পাই না কেন?' —প্রশ্ন

এখনকার অনুষ্ঠান 'রেডিও পাকিস্তান করাচি থুড়ি ঢাকা' যে!

* * *

'বাংলাদেশে' চলছে হত্যালীলা, আর পাক-সরকার ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলছেন।

—খুনের গন্ধ ঢাকতে, আপন গোস্তাকী চাপতে।

* * *

—ক্রোড়পত্রে দেখুন

ওরা আর আমরা

৩য় পৃষ্ঠার পর

আরও প্রায় কুড়ি মিনিট পর আমরা এসে পৌঁছলাম একটি বড় টিনের চাল দেওয়া বাড়ীর সামনে। এপাশে ওপাশে চোখে পড়ল হেলমেট মাথায় ambush নিয়ে উদ্যত রাইফেল হাতে কয়েকজন যুবককে। ওপাশে সন্ধানী চোখ মেলে কয়েকজন রোদমাখা আকাশে দৃষ্টির চিরুনী বুলাচ্ছে ইয়াহিয়ার স্যাবার জেটের খোঁজে। পাইলটের নির্দেশে আমরা নেমে পড়লাম। দিনাজপুর আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের ভ্রাম্যমান দপ্তর। (চল্‌বে।)

পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রীসভা

গত ২রা এপ্রিল শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অমার্কসবাদী কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেছেন। এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় ২০ জন মন্ত্রী ও ৫ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। মন্ত্রীদের নাম দপ্তরের তালিকা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় (মুখ্যমন্ত্রী) সাধারণ প্রশাসন এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুলিশ, রাজনৈতিক ও বিশেষ দপ্তরগুলি। শ্রীবিজয় সিং নাহার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সংবিধান, নির্ব্বাচন, প্রতিরক্ষা, পাশপোর্ট, প্রেস, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, তথ্য ও জন সংযোগ, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ —অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পরিবহন বিভাগ, শ্রীআবদুস সাত্তার—ভূমি, ভূমি রাজস্ব ও আবগারী। ডাঃ জয়নাল আবেদিন—স্বাস্থ্য ও সমষ্টি উন্নয়ন। শ্রীসন্তোষ রায়—পূর্ত্ত ও গৃহ। শ্রীআবুল বরকত গণি চৌধুরী —সেচ ও জলপথ। ডাঃ গোপালদাস নাগ—শ্রম। শ্রীঅজিত পাঞ্জা—বিচার আইন ও পরিষদীয় বিষয়ক। শ্রীজগদানন্দ রায়—সমবায়। অধ্যাপক শান্তিকুমার দাসগুপ্ত—শিক্ষা। শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপাল—ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প ও কারা বিভাগ। শ্রীআবদুল রউফ আনসারি—স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন, পঞ্চায়েত। শ্রীসীতারাম মাহাতো—ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ। শ্রীকোমল হেমব্রম—বন ও সরবরাহ। শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র—খাদ্য ও ডেয়ারী উন্নয়ন। শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস—পশু ও পশুপালন। শ্রীদেওপ্রকাশ রাই—তপশীল ও উপজাতি কল্যাণ এবং পর্য্যটন বিভাগ। শ্রীএ, কে, এম হাসানুজ্জমান—শিল্প ও বাণিজ্য। শ্রীএ, নাসিরুদ্দিন খাঁ—কৃষি। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস—অর্থ, উদ্বাস্তু, ও পুনর্ব্বাসন দপ্তর। শ্রীঈশ্বর তিরকি—শ্রম। শ্রীরথীন তালুকদার —উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নস্কর—স্বাস্থ্য ও সমষ্টি উন্নয়ন ও মৎস্য। শ্রীএম, সামায়ুন বিশ্বাস—কৃষি।

হর্ষবর্দ্ধন

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, বাংলাদেশে যা চলছে, তাতে ভারত আর নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না।

—কিন্তু পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্র স্বয়োরাণীর নিন্দা করেন কি করে?

* * *

'বাংলাদেশে'র ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে ও ধিক্কারে সোচ্চার নয় কারা?

—শেখ মুজিবকে কাফের ঠাওড়ায় যারা।

* * *

'বাংলাদেশে'র প্রকৃত অবস্থা জানতে হলে কাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন?

—কেন, রেডিও পাকিস্তানের খবর কে!

* * *

ইউ, এন, আই-এর খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ সরকারের এক মুখপাত্র বলেছেন যে, বাংলাদেশে জঙ্গীদাপটের বর্বর অত্যাচারকে ইরাণ, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলছেন।

—এতে পরিতাপের কী আছে?.....'সুরের বাঁধনে, আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ।'

শ্রদ্ধা নিবেদন

জঙ্গিপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-করণিক গিরীন্দ্রনাথ দাস মহাশয় পরলোকগমন করায় বিগত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ ও শিক্ষক মহাশয়গণ সমবেত হইয়া তাঁহার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এক মিনিটকাল দণ্ডায়মান অবস্থায় মৌনতা অবলম্বন করেন। ঐ দিন বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ রাখা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

N SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA